ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
047
তারিখ 2 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

# বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন পরীক্ষা

## জনমত

গত ১০ জানুয়ারী ১৯৮৭ স্থানীয় একটি দৈনিকে পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সর্বশেষ কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মানোন্নয়ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটা সুখবর। কিন্তু এই সুবিধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কোর্স পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীরাই শুধু পাবে। এটা সর্বজন বিদিত যে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলি সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রীতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করছে। এই সব কলেজে শিক্ষক সংকটসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা প্রায় লেগেই আছে। একারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় এসব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়। আর তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পরীক্ষায় খারাপ করে বেশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন তা কেবল কোর্স পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। অথচ আমরা যারা কলেজগুলিতে অধ্যয়ন করছি (অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতিতে) তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম মেধাবী তাই মানোন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পাওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল সনাতন পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা না করে কেবল তাদের ছাত্রছাত্রীদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন।

আর এভাবে সনাতন ও কোর্স পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীদের মানোন্নয়ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক অবাঞ্ছিত বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। এটা দুঃখজনক। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের কাছে জাতি সমদৃষ্টি আশা করে। আর তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, মানোন্নয়ন পরীক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সনাতন পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও যাতে প্রযোজ্য হয় তার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের বাধিত করুন।

মোশাররফ হোসেন, ঢাকা
খন্দকার আব্দুস সবুর
মোল্লা আনোয়ার
মোঃ আইউব আলী
সরকারী জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা